أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ى)

www.motaher21.net

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْر

শায়তান তোমাদের গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়।

The evil one threatens you with poverty.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬৮

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وٰسِعٌ عَلِيمٌ

শায়তান তোমাদের গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং মহান আল্লাহ্ নিজ পক্ষ থেকে তোমাদের সাথে ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়া ‘দা করছেন এবং মহান আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।

২৬৮ নং আয়াতের তাফসীর:

সৎ কাজের ব্যাপারে শায়তানী কুমন্ত্রণা

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾

‘শায়তান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে এবং মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অঙ্গীকার করেন। মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন বিপুলদাতা, সর্বজ্ঞ।’ ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস ‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنْ لِلشَّيْطَانِ لَلَمّة بِابْنِ آدَمَ، وللمَلك لَمة، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ .فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فليعلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، فَلْيحمَد اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

‘বানী আদম (আঃ) -এর মনে শায়তান এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে এবং ফিরিশতা এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে। শায়তান দুষ্টমি ও সত্য অবিশ্বাস করার প্রতি উত্তেজিত করে এবং ফিরিশতা সৎ কাজের প্রতি এবং সত্যকে স্বীকার করার প্রতি উৎসাহিত করে। যার মনে ভালো ধারণা আসবে সে যেন মহান আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জেনে নেয় যে, এটা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয়েছে। আর যার মনে কু-ধারণা আসবে সে যেন মহান আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। শেষে তিনি সূরাহ্ আল বাক্বারার ২৬৮নং আয়াতটি পাঠ করেন। (হাদীসটি সহীহ। জামি ‘ তিরমিযী-৫/২০৪/২৯৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান-১/৪০, ২/১৭১/৯৯৩, সুনান নাসাঈ -৬/৩০৫/১১০৫১, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-২/১০৯০)

﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾

এ পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করতে শায়তান বাধা দেয় এবং মনে কু-ধারণা জন্মিয়ে দেয়, এভাবে খরচ করলে সে দরিদ্র হয়ে যাবে। এ কাজ হতে বিরত রাখার পর তাকে পাপের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে, অবৈধ কাজে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচারণে উত্তেজিত করে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ এর বিপরীত নির্দেশ দেন যে, সে যেন তার পথে খরচ করা হতে বিরত না হয় এবং শায়তানের ধমকের উল্টো বলেনঃ যে ঐ দানের বিনিময়ে তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর সে যে তাকে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহান আল্লাহ্ তাকে তার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। তার চেয়ে অধিক দাতা, দয়ালু ও অনুগ্রহশীল আর কে হতে পারে? আর পরিণামের জ্ঞান তার অপেক্ষা বেশি কার থাকতে পারে।

[১] যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং আল্লাহ্র ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে গোনাহ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়্যত ও কর্ম

সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

[২] প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, - অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত হল যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ দানা অর্জিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে। সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ গুণে পৌছে। [দেখুন, বুখারী ৪১, মুসলিম: ১২৮]

আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্ত আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ দানার মত ফলনশীল হবে না। এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। [১] পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। [মুসলিম: ১০১৫]

[২] যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়্যতে কিংবা নাম-জশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষকের মত, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। [৩] যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না।

মহান আল্লাহ তা 'আলা তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্র "তি দিচ্ছেন। যারা আল্লাহ তা 'আলার পথে ব্যয় করে ফেরেশতা তাদের জন্য দু 'আ করে বলে, হে আল্লাহ! তোমার পথে যারা ব্যয় করে তুমি তাদের মাল আরো বৃদ্ধি করে দাও। আর যারা ব্যয় করে না তাদের মাল ধ্বংস করে দাও। (সহীহ বুখারী হা: ১৪৪২)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

শয়তান সর্বদা মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয় আর দরিদ্রতার ভয় দেখায়।